দৈনিক বাংলা

C52

তারিখ 17 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মাস্টার্স-এ দ্বিতীয়শ্রেণীঃ নানা নিয়ম

আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) কোর্সের ছাত্র। আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে পাস করছে। এ কারণে আমরা বিসিএসসহ বিভিন্ন চাকরিতে দরখাস্ত করতে পারছি না। অপর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণী পেয়ে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা সে সব কোর্সে ৪৫% এ নিম্নে মার্ক পায় সে সব কোর্সে পুনরায় মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে পারছে। এতে তাদের কোন সেশন ক্ষয় হয় না। আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০% মার্কেই নিম্নতর দ্বিতীয় শ্রেণী দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও সেখানে মনোন্নয়ন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও এ পদ্ধতি চালু আছে। কেবল আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই মানোন্নয়ন পরীক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। একই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ একটি মৌলিক সুবিধার প্রশ্নে এই বৈষম্য নিশ্চয় সঙ্গত এবং বাঞ্ছিত হতে পারে না। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে একান্ত অনুরোধ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এ বিশ্ববিদ্যালয়েও মানোন্নয়ন পরীক্ষা প্রথা চালু করে ছাত্র-ছাত্রীদের এই একটি অতি ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করা হোক।

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জনমত

মেডিক্যাল কলেজসমূহে ছাত্রীদের সংরক্ষিত আসন

বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহের ১ম বর্ষ এমবিবিএস (শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৭-৮৮) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা গত ২২-১-৮৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে দেশের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের মোট আসন সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অজ্ঞাত কারণে চলতি শিক্ষাবর্ষে (১৯৮৭-৮৮) ছাত্রীদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত করে রাখা হয়নি। পূর্ববর্তী বৎসরের নিয়মটি এ বৎসর বাতিল করার ফলে বহু ছাত্রী মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। চিকিৎসা পেশায় মেয়েদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি এবং তাদের উচ্চ শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে সরকার নিয়মটি কার্যকর করেছিলেন। মাত্র এক বছর পর নিয়মটি রদ হয়। তাই বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করে গত শিক্ষা বৎসরের মতো চলতি বৎসরও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতি জোর আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ জয়নাল আবেদীন,
সহকারী রেজিস্ট্রার
(কোঃ অর্ডিনেশন),
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।